The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

"গল্প হেকিম সাহেব" অবলম্বনে হেকিমের মানবতা ও তার চিকিৎসার গুরুত্ব

Sampa Roy
Former Student. Dept. of Bengali, Netaji Subhas Open University
Alipurduar, West Bengal, India. Email ID – samparoy627@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400066

সারসংক্ষেপ: *মনোজ মিত্র (১৯৩৮-২০২৪) বাংলা নাট্যজগতের একজন কিংবদন্তি অভিনেতা ও বিখ্যাত নাট্যকার। এছাড়া তিনি একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ও গবেষক। তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ধুলীহর নামক একটি গ্রামে ১৯৩৮ সালের ২২ ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা অশোক কুমার মিত্র মা রাধারাণী দেবী। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনিই বড়। তার ডাক নাম ছিল বুদ্ধদেব। তিনি বসিরহাটের কাছে দত্তীহাট স্কুলে ভর্তি হন। পরে তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পড়াশুনা করেন। তাঁর লেখা গল্পগুলো 'বসুমতী', 'ছোটদের পাততাড়ি', 'মন্দিরা' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপানো হত। পরবর্তী সময়ে তিনি থিয়েটার ও নাটকে যোগদান করেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় শ্রেণির নাটক লেখেন এবং অভিনয় করেন। গ্রাম থেকে শহর সবার কাছেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন নাটকগুলি হলো— "মৃত্যুর চোখে জল", "নীলকণ্ঠের বিষ", "সাজানো বাগান", "রাজদর্শন", "দর্পণে শরশিশী", "গল্প হেকিম সাহেব" ইত্যাদি। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা দ্বারা শ্রেষ্ট নাট্যকার রূপো গিরিশচন্দ্র পুরস্কার পান (১৯৭৮), এবং তিনি ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পান একজন সুদক্ষ অভিনতা রূপে (১৯৮০)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তাকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে পুরস্কৃত করেন (১৯৮১ ও ১৯৮৩)। এছাড়া তিনি আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর বয়স যখন চুয়াত্তর ছিল—তখনও তিনি থিয়েটারের নানা কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা নাটকের মূল উপাদান ছিল গ্রাম্য মানুষের সরলতা, উদারতা, দুঃখ, দারিদ্রতা, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, ব্যঙ্গ, ভঙ্গি, রসিকতা, ক্রোধ, হিংসা, লালসা, ভালোবাসা, ষড়যন্ত্র, রূপক, প্রতীক, সংকেত, সংলাপ, অসহায়তা ও দুঃখময় জীবনের আর্তনাদ। তিনি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সবই তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলে সমাজের নিষ্ঠুরতা ও বাস্তবতার প্রতিবিম্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের কাছে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে গ্রাম্য জীবনের সহজ সরল বাস্তব চিত্র। এরই সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি। গ্রাম ও প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকা লেখক গভীর বেদনা ব্যাক্ত করে বলেছেন জীবন কেন এত বিষাদময়, মানুষে মানুষে কেন এত হানাহানি, মানব সম্পর্কে কেন এত ভাঙন, মানব সভ্যতা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্ন তার নাটকে বারং বার উঠে এসেছে। এমনি একটি নাটক হলো "গল্প হেকিম সাহেব"। যার পটভূমি খুলনা জেলা। এই নাটকে তিনি মূল বিষয় হিসেবে "হেকিম সাহেবের চিকিৎসা ও তাঁর চরিত্রকে সামনে রেখে কিছু অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবের নিষ্ঠুর চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন এই নাটকের মধ্য দিয়ে। কীভাবে একজন চিকিৎসক তার তৈরি দাওয়াই দিয়ে সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে তোলেন আবার তাঁর উপযুক্ত উপাদান রক্তগোলাপের অভাবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন তাঁরই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এই "গল্প হেকিম সাহেব" নাটকের মধ্য দিয়ে।*

Keywords: *হেকিম, রক্তগোলাপ, লোকচিকিৎসা, ভেষজ, সমাজ জীবন, চরিত্র।*

ভূমিকা

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

নাট্যকার মনোজ মিত্রের লেখা নাটক "গল্প হেকিম সাহেব"। এই নাটকটি তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন। "গল্প হেকিম সাহেব", "রাজদর্শন" ও "দর্পণে শর□শশী"। এটি একটি সামাজিক নাটক, এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো সমাজ, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, কাল্পনিকতা, বাস্তবতা চিকিৎসা বিদ্যা, সত্যতা, মানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, ব্যঙ্গ, কৌতুক ও অশ্রুসিক্ত এই নাটক। নাটকে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র। এর মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় মানবিকতার প্রতীক হেকিম নামক একটি চরিত্র।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের লেখা নাটকগুলি বাংলা সাহিত্য জগতে এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁর নাটক পাঠে পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়। তার লেখা প্রতিটি নাটকের সংলাপ, চরিত্র, ব্যঙ্গ-কৌতুক ও বিষয় যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে অন্তর্দৃষ্টিতে। চোখের সামনে যেন ফুটে ওঠে জীবন্ত চরিত্রগুলো। মনে হয় যেন চরিত্রগুলো চি□কার করে বলছে আমরা কোথাও হারিয়ে যাইনি—আমরা আজও জীবন্ত। যতদিন এই সমাজ থাকবে আমরা ততদিন এমনি ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠব প্রতিটি পাঠকের মনে। আমরা কীভাবে ভুলে যাব নিজেদের ওপর হওয়া নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা, কীভাবে ভুলব পেটের ও পিঠের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার গল্প, কী করে ভুলব... পতিতালয় থেকে বের হয়েও সমাজে বেঁচে না থাকতে পারার যন্ত্রণা। তাই আমরা জীবন্ত ও অমর হয়ে থাকব লেখকের লেখনীতে ও পাঠকের হৃদয়ে। আমরা জ্বালাব ন্যায়ের প্রদীপ প্রত্যেক পাঠকের মনে এই আমাদের পণ। এইসব প্রতিবাদই যেন ফুটে ওঠে নাট্যকার মনোজ মিত্রের লেখাতে। তাই তাঁর লেখা পাঠক মনে জ্বালা ধারায় বুদ্ধিদীপ্তদের ও ভাবতে বাধ্য করে। "গল্প হেকিম সাহেব" নাটকটি শুরু হয় একজন ফকিরের দ্বারা হেকিম সাহেবের কবরের চারপাশে হাতে প্রদীপ জ্বেলে প্রদক্ষিণ করার মধ্য দিয়ে। সূর্য ডুবছে সেই সন্ধিক্ষণে মুক্ত আকাশ, প্রাচীন তালগাছ ও তারই পাশে অবস্থিত শতাধিক পুরানো হেকিমের কবর। ফকির জানুর উপর সলতে পাকাতে থাকে ও গান ধরে **"মুশকিল আসান হোক। খোদাতালার অফুরান দোয়া বরষার ধারার মতো করে পড়ুক আপনাদের সবকার উপর। আল্লা আপনাদের নিরোগ করেন, বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকেন সবাই।"**[1] গান শেষে ফকির উপস্থিত লোকমুখে শোনা দেড়শো বছর আগের হেকিমের গল্প বলতে শুরু করেন। ফকির হেকিম সাহেবকে কখনো দেখেননি। লোকের কাছে তাঁর সম্বন্ধে জেনেছেন। সে কালে অর্থা□ দেড়শো বছর আগে গাঁ-গঞ্জে অনেক রোগের প্রকোপ দেখা যেত তার মধ্যে বেশি দেখা যেত **"ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পিলেজ্বর, হাঁপ, যক্ষ্মা ঘোসপাঁচড়া হাস মুরগির মতো পোষা ছিল গেরস্থের ঘরেঘরে।"**[2] মৃত্যুর তাণ্ডব এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে গাঁয়ের পর গাঁ পরিষ্কার হয়ে যেত। আর হবেই না কেন **"খাবার পানি ছিল না... ময়লা নিকাশের প্রয়প্রণালী ছিল না... রাস্তাঘাট খানাখন্দ একশা।"**[3] কে নজর দেবে, কে পরিষ্কার করবে, কার দায় পরেছে। **"দেশের রাজা ইংরেজ, ইংরাজের চেলা জমিদার, জমিদারের তাল্পিবাহক তালুকদার"**[4] তাঁরা হলেন চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্বভোগী তারা বোঝেন শুধু খাজনা। মানুষ মরছে মরুক তাতে কার বা কী আসে যায়। আর এই দুঃসময়ে একজন ছিল হেকিম, দরিয়াগঞ্জ তালুকের মহল্লায় মহল্লায় তার ল্যাংড়া গাধায় চেপে ঘুরে বেড়াত।

দূর থেকে শোনা যেত হেকিমের হাঁক, **"দাওয়াই চাইগো... দাওয়াই... জ্বরজারি হাঁপকাশি—চক্ষুপীড়া বক্ষবেদনা সর্ব রোগের দাওয়াই পাবে গো... দাওয়াই... গেরস্থরা সব ভালো আছো গো... ভালো আছো... ভালো আছো...।"**[5] প্রকৃত মানব দরদী লেখক মনোজ মিত্রের লেখায় এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে কীভাবে শাসকশ্রেণী তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ, তারা যেন বিধাতার সৃষ্টি এক ধরণের নির্বোধ প্রাণী, মানুষের মতো দেখতে একটি খোলস তারা ধারণ করে আছেন, কিন্তু সেই খোলসের ভেতর রয়েছে নরখাদকের প্রতিচ্ছবি। তাই তারা দেখতে পায় না সাধারণ মানুষের এই দুঃসময়ে খাজনা দেওয়া কতটা কষ্টকর। ঘটি, বাটি, ভিটে সর্বস্ব বেচে তাদের খাজনা মেটাতে হবে। নইলে আর রক্ষা নেই। ঠিক এই সময়ে দেবদূতের মতো তাদের পাশে থাকতেন হেকিম। গায়ে গঞ্জে যখন এমানই রোগের প্রাদুর্ভাব হত তখন হেকিম সাহেব বিভিন্ন ভেষজ গাছ দিয়ে দাওয়াই তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের জীবন বাঁচাত। বিনিময়ে কোনোদিন তিনি বলেননি আমার এই চাই ওই চাই। সাধারণ মানুষ তাঁর ল্যাংড়া ঘোড়ায় বাঁধা একটি থলেতে যা পারত

[1] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শর□শশী, পৃষ্ঠা- ৬
[2] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শর□শশী, পৃষ্ঠা- ৬
[3] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শর□শশী, পৃষ্ঠা- ৬
[4] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শর□শশী, পৃষ্ঠা- ৬
[5] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শর□শশী, পৃষ্ঠা- ৬

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

তাই দিত। হেকিম তাই পেয়ে মহানন্দে বলত সিভিল সার্জনও তো এমন পায় না। এখান থেকে বোঝা যায়—হেকিম কর্তব্য পরায়ণ ও দয়াবান ব্যক্তি। হেকিম সারাদিন রোগীদের দাওয়াই দিয়ে সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফেরে। হেকিম তাঁর দাওয়াই বানাবার জন্য ভণ্ডুল ডাকাতের বউ গঙ্গামনিকে কাজে রেখেছেন। সারাদিন যা পেয়েছেন চাল, ডাল, সবজি সবটাই এসে অর্ধেক গঙ্গামনিকে দিয়ে দেন। রোগীর টহলে যাওয়ার সময় তিনি শরবতে হুস্মা নামে একটি দাওয়াই গঙ্গামনিকে বানাতে বলে যান; যার মূল উপাদান হলো রক্ত গোলাপের কুড়িটি পাপড়ি। কিন্তু গঙ্গামনি সব উপকরণ দিলেও রক্ত গোলাপের পাপড়ি দেয় নি ও একথা অস্বীকার করলে ক্ষুব্ধ হয়ে হেকিম তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়। কারণ তিনি ভেজাল ঔষধ খাইয়ে রোগীকে মারতে চান না। এতে লেখক হেকিমের কর্তব্য নিষ্ঠার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। হেকিমের বাড়িতে উপস্থিত ছিল— ছায়েম নামে এক ভিখারী। সে জানায় রক্ত গোলাপ গঙ্গামনি কোথায় পাবে। সে জানায় যে— তালুকদারের রক্ষিত মোহরবাঈ দখল করে নিয়েছে। দরিয়াগঞ্জের তালুকদার ওয়ালীখার তালুকে বাস করেন হেকিম। তাঁর তৈরি ইউনানি ঔষধ সারারাত চাঁদের জ্যোৎস্না, শীতল বাতাস, ফুলের গন্ধ, মধু, মৃগনাভি ও বিদ্যুতের ঝলকানি খায়— এই সব খাইয়ে তিনি দাওয়াইকে শক্তিশালী বানান। তাঁর তৈরি দাওয়াই "শরবতে হুস্মা" ও "হাবরে জালিনুস" খুবই শক্তিশালী ঔষধ। "হাবরে জালিনুস" দাওয়াই খেলে শরীরে শক্তি ফেরে। এর মূল উপাদান চড়ুই পাখির মগজ। গাঁয়ের লোকের হেকিমের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে সময় ডাক্তার বদ্যির দেখা মিলত না, হেকিম ছাড়া। তাই হেকিম দাওয়াই-ই ভরসা। লেখক এখানে ভেষজ উদ্ভিদের গুণের কথাও দেখিয়েছেন ও অন্ধবিশ্বাসের কথাও ব্যক্ত করেছেন ইউনানি চিকিৎসা ও হেকিমের মাধ্যমে।

দারিয়াগঞ্জে ওয়ালীখার তালুকে রয়েছে হেকিম চিকিৎসক কিন্তু অপরদিকে পলাশপুরের তালুকদার পশুপতি. তালুকে কোনো হেকিম না থাকায় সেখানে রোগে অনেক লোক মারা যেত। তাই পলাশপুরের জমিদার ষড়যন্ত্র করে মোহরবাঈ নামে বাঁদি পাঠিয়ে হেকিমকে জুতোপেটা করে নাকখত দেওয়ায়। তাঁর নতুন আবিষ্কার বন্ধ করে দেয় রক্তগোলাপের বাগান বাঁদি এর দ্বারা দখল করিয়ে। তাতেও দমেনি পশুপতি তাঁকে গাঁ ছাড়া করে নিজের তালুকে আসতে বাধ্য করেন। এত অপমান সত্ত্বেও হেকিম শেষ পর্যন্ত মোহরবাঈ এর জন্য দাওয়াই তৈরি করে নিয়ে যান পলাশপুর। গোপন রোগ হয়েছে মোহরবাঈ এর কিন্তু মোহরবাঈ তা স্বীকার করে না। কিন্তু পশুপতি তা বুঝতে পেরে তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। যাওয়ার সময় মোহরবাঈ হেকিম তৈরি ঔষধের বয়ামটি ছিনিয়ে নিয়ে যায় আর উল্টে হেকিমকে ফাসিয়ে দিয়ে যান। এই চরিত্রর মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসভঙ্গের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। কীভাবে সবল লোক দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার করে তাকে কোণঠাসা করে তাকে বাঁচা মরা দুটিই এক করে দেন ও নিজেরা আনন্দ উপভোগ করেন। এসব সত্ত্বেও হেকিম পলাশপুরের রোগীদের চিকিৎসা করে তাদের সারিয়ে তোলেন। বদলে হেকিমের পশুপতি পোদ্দারের মার খেতে খেতে তাঁর শরীর দুমড়ে মুচরে ভেঙে পড়ে। এই শরীর নিয়ে হেকিম ফেরে দরিয়াগেঞ্জ সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। ফকিরের দশ পাক সম্পন্নের মাধ্যমে নাটকটি সমাপ্ত হয়।

"হেকিম" চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সে সময়কার সমাজ জীবনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে তিনি জোর দিয়েছেন ইউনানি চিকিৎসার ওপর। ইউনানি চিকিৎসাও যে লোকজ গ্রামীন চিকিৎসার মতোই বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে তৈরি করে আজও অনেক রোগ সারাতে সক্ষম সে দিকটি তিনি নাটকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি এটাও বলেন যে **"পাখির মধ্যে যেমন ঐ ইষ্টিকুটুম পাখিটার আজ আর তেমন হদিশ মেলে না, ডাক্তার বদ্যির সমাজে হেকিমও তাই।"**[6] আজ আর রোগীর পেছনে ডাক্তার ছোটে না, ডাক্তারের পিছনে রোগী ছোটে। সেই সুবাদে বলা যায় হেকিমি চিকিৎসাকে উন্নত করলে সমাজের লোকের অনেকটাই রেহাই হবে সব দিক থেকে।

"গল্প হেকিম সাহেব" নাটকে যে ভেষজ চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে, সেই ভেষজ নিয়ে অনেক গবেষক গবেষণা করেছেন। "বাংলাদেশী লোকজ চিকিৎসা নামে একটি বই" লেখক এস. এম. লুৎফর রহমান এই গ্রামীণ লোকজ চিকিৎসা নিয়ে অনেক ভেষজ গাছের ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে **"হেকিমি**

[6] গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন দর্পণে শরৎশশী, পৃষ্ঠা- ৬

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

চিকিৎসা বলতে আরবি চিকিৎসা পদ্ধতিকেই বোঝায়। আরবি চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল গ্রীক বা ইউনানি চিকিৎসার ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[7] এ থেকও জানা যায়— গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন গাছ গাছরা, শিকড়, ফুল, ফল থেকে তৈরি ঔষধের কথা যা বর্তমান সমাজেও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহায়ক।

"গল্প হেকিম সাহেব" নিয়ে যে সমালোচনা ও গবেষণা হয়েছে তাঁর মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি, রূপক ও চিকিৎসা পদ্ধতি এই সব নিয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যা ও হেকিমের মানবতা নিয়ে গবেষণা খুব বেশি হয়নি। তাই এই দিকগুলো নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজে খুবই উপকার হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজে এর কী প্রভাব পড়তে পারে।

"হেকিম চরিত্রটি সমাজ ও লোকজ বিদ্যার জলজ্যান্ত জ্ঞানের প্রতীক।"

মনোজ মিত্রের এই নাটকটিতে হেকিম চরিত্র ও তার ইউনানি চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন গবেষক দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, পটভূমি, রহস্য, সমাজ, বিশ্বাস, ব্যঙ্গ ইত্যাদি বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। তবে হেকিমের মানবতা ও চিকি□সা বিদ্যা নিয়ে গবেষণায় খুব কম আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণায় এই দিকটি আলোচনা করা হবে।

সমালোচক প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত তাঁর সমালোচনায় দেখিয়েছেন যে— "গল্প হেকিম সাহেবের" রূপক নাট্যকারের সাধনা, কর্মপ্রয়াস, সামাজিক পরিস্থিতি, চরিত্র বিচার, সংলাপ, হাস্যরস, অভিনয়, মঞ্চ নির্দেশ ইত্যাদি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হেকিমের সেই চরিত্রের কথা বলেছেন যা আমরা বাহ্যিক ভাবে গল্পে দেখতে পারি না। তার মতে হেকিম একজন চতুর ব্যক্তি, সে গ্রামের সহজ সরল লোকের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার চিকি□সা চালিয়ে যান। সে নিজেকে জ্ঞানি ব্যক্তি মনে করতেন। তার কথায় অধিক আত্মবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার মধ্যে কুসংস্কারও রয়েছে যথেষ্ট। সে জটিল ভাষার প্রয়োগ করে নিজেকে অতি জ্ঞানবান বলে প্রমান করতে চেয়েছেন। তার বাইরের চাকচক্য আসল নয়।

এখানে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে চোখ বন্ধ করে কেবলমাত্র বাইরের চাকচক্য দেখে যেকোনো বিষয় বিচার না করা। তার সত্যতা যাচাই করে তারপর কোনো কিছুকে মেনে নেওয়া আবশ্যক। যা আমরা হেকিম চরিত্রটিতে দেখতে পায় কিভাবে হেকিম না জেনেই গঙ্গামণিকে তার কাছ থেকে বের করে দেন – এখানে তার অজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে। আবার দেখা যায় তিনি কোনো বিচার না করেই দরিয়াগঞ্জ থেকে পলাশপুরে মোহরবাঈ- এর ঔষধ দিতে গিয়ে তারই কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এখানে তার অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যা সমাজের জন্য শিক্ষণীয় জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

অপরদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেড়শো বছর আগের নাটকের পতভূমিতে উল্লেখিত একজন খাঁটি, বিবেকবান ও সৎ চরিত্র। যা হেকিম নামে নাটকে দেখানো হয়েছে। অন্য দিকে রয়েছে অসৎ কুটিল ও বিবেকহীন চরিত্র ওয়ালীখা। কিভাবে নিজের ক্ষমতার দম্ভে নিজেকে মহাবলবান হিসেবে দেখিয়ে হেকিমের মতো খাঁটি ও দুর্বল লোকের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও হেকিম তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে যায়নি। চিরস্থায়ীবন্দোব্যস্তের অর্ধস্বর্তভোগী জমিদার শ্রেণী যখন নিজেদের খাজনা আদায়ে ব্যস্ত, তখন এই হেকিমই তার দয়াবান হৃদয় নিয়ে গ্রমে সহজ সরল মানুষের পাশে দাড়িয়ে তার মহান মানবতার পরিচয় দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার চিকি□সাকেও জারি রেখে একজন দায়িত্ববান চিকি□সকের ভূমিকা পালন করেছে। এই নাটকে আরেকটি বিশেষ চরিত্র হল ভন্ডুল ডাকাতের বউ। মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' নাটকে যেমন নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্রের সাধের 'সাজানো বাগান'

[7] বাংলাদেশী লোক চিকি□সা, পৃষ্ঠা- ২৮

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

যখন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় ও পারিবারিক সম্পর্কের অবক্ষয় ঘটে। এর জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ব্যতীত হয়। তেমনি এই নাটকে যখন হেকিমের সাজানো রক্তগোলাপের বাগান নষ্ট হয়, তার চিকিৎসা ব্যর্থ হয় এবং হেকিম ব্যাথীত হয়। ঠিক তখন প্রতিবাদী চরিত্র গঙ্গামণি তার স্বামী ভন্ডুকে হত্যা করে হেকিমই চিকিৎসা বাঁচিয়ে রাখার পণ করে। এখানে হেকিম তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও তার ভলোবাসা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে গঙ্গামণিকে প্রতিবাদী হতে প্রেরিত করেছে ও অসল সত্যকে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং এও বুঝিয়েছে যে শুধু মুখ বন্ধ করে সব কিছুকে মেনে নেওয়ার নাম জীবন বলা যেতে পারে না। এর জন্য দরকার সৎ সাহস, সৎ কর্ম ও সৎ প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় কর্ম নিষ্ঠা এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে চলা এর নামই আসল জীবন। এভাবেই ফুটে উঠেছে হেকিমের হৃদয়ের প্রতিবাদ। যা আগামী প্রজন্মকে সজাগ ও সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

"গ্রামীণ সমাজ ও লোকজ চিকিৎসায়" পুস্তকটিতে ভারতীয় স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি জ্ঞান ও নানা ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে তৈরি ঔষধের কথা বলা হয়েছে যা বর্তমান সমাজের জন্য খুবই উপকারী। যা "গল্প হেকিম সাহেব"-এ দেখানো হয়েছে।

রাজবৈদ্য শ্রী বীরজাচরণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ কৃত শ্রীপার্বতী শংকর কর্তৃক প্রকাশিত বনৌষধিদর্পন বইটিতে বিভিন্ন বনেলা গাছগাছড়ার ফুল, ফল, পাতা, বাকল, মূল ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন রোগ নিরাময়-এর কথা বলা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, লেখক দেড়শো বছর আগেকার যে চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। তার বিবরণ আমরা অনেক বইতে পেয়েছি। বিভিন্ন গবেষকরা তাদের বইতেও ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ নিয়ে গবেষণা করে তার উপকারিতার কথা বলেছেন। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে এই ইউনানি চিকিৎসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে প্রেরিত করবে। যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে খুবই লাভদায়ক হতে পারে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও লোকজ চিকিৎসায় তুলনামূলক গবেষণা কম দেখা যায়। এই কারণে গবেষণার এই দিক ফাঁক দেখা যায় যা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও গভীর গবেষণা করা যেতে পারে। যাতে মানুষ দুটি চিকিৎসার দুই ধরণের প্রভাবের কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। তাই এটা খুবই জরুরী। কারণ কোন্ ভেষজে কী কী উপাদান আছে, এগুলি শরীরে কী কী কাজ করে, এর প্রভাবই বা কী হতে পারে। এই ভেষজগুলো মানব শরীরের ক্ষেত্রে কতটা নিরাপদ ও কার্যকর, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, কোন্ রোগে কোন্ ভেষজ ব্যবহার হবে— এগুলি জানা খুবই জরুরী। তাই এই গবেষণার দরকার আছে।

বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা অধ্যয়ন করে তার চিকিৎসা পদ্ধতি জানা। বিভিন্ন ভেষজ গাছ গাছরা সংগ্রহ করে তার মূল ছাল, শিকড়, পাতা, ফুল, ফল অবগত পদ্ধতির দ্বারা প্রয়োগ করা।

তাজা, ফুল, ফল— পাতা থেকে রস বের করে সেবন করা। যেমন— তুলসী পাতার রস সেবন করা। বিভিন্ন ভেষজ গুঁড়ো করে ব্যবহার করা। যথা আমলকীর গুঁড়ো। বিভিন্ন ভেষজ বেটে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া। যেমন— হলুদ বাটা ক্ষতে লাগানো। বিভিন্ন ভেষজ উপাদান তেলে মিশিয়ে গরম করে ব্যবহার করা। যথা— নারিকেল তেলে নিম পাতা মিশিয়ে ব্যবহার করা। আধুনিক ভাবে বিভিন্ন ভেষজের ট্যাবলেট বানিয়ে সেবন করা। তবে সব ভেষজ সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। এর জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

এই গবেষণা থেকে জানা যায় একজন চিকিৎসকের কেমন হওয়া উচিত, তাঁর চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা আমরা "গল্প হেকিম সাহেব"-এ হেকিমের চরিত্র থেকে ধারণা পেয়েছি। এছাড়া ভেষজ চিকিৎসায় বিভিন্ন উপকরণ, তার সহজ পদ্ধতি, তার সংরক্ষন, ভেষজ চিকিৎসাকে কিভাবে আধুনিক ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার সহজ উপায় এই গবেষণার মাধ্যমেই জানা যায়। এও জানা গিয়েছে অতীতে ভেষজ উপাদানকে কীভাবে কাজে লাগানো হত তার কৌশল ইত্যাদি। অতীতে ইউনানি চিকিৎসার প্রভাব কেমন ছিল সে বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়েছে এই গবেষণা থেকে। সমাজে হেকিমের সম্মান সাধারণ মানুষের জীবনযাপন কেমন ছিল তার ধারণাও এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়েছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

এই গবেষণায় দুর্বল দিক হলো— যদি কম মানুষের ওপর গবেষণা করা হয় তাহলে ফলাফল সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অনেক সময় গবেষণায় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বোঝা যায় না। সঠিক বা সম্পূর্ণ ডাটা নাও পাওয়া যেতে পারে এতে ফলাফল ভুল হতে পারে। গবেষক বা অংশগ্রহণকারীর মতামতের প্রভাব পড়তে পারে। ব্যবহৃত উপাদান নিখুঁত নাও হতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট জায়গা বা কমসংখ্যক লোকের ওপর গবেষণা করলে তা সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এছাড়া বাস্তব জীবনে সব প্রভাবক নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

সবশেষে বলা যায় লেখক তার 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তথা মানবতা, নিষ্ঠুরতা, দয়া-মায়া, সরলতা, ষড়যন্ত্র এসবের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি হেকিমি চিকিৎসা যে প্রকৃতির একটি বড় সম্পদ যা মানব সমাজে তার অবদান অপরিসীম তার চিত্রও আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন এই নাটকের মধ্য দিয়ে।

Bibliography

1. মিত্র, মনোজ, গল্প-হেকিম সাহেব রাজদর্শন-দর্পণে শরৎশশী, কালাভৃৎ পাবলিশার্স পরিবেশক নবগ্রন্থকুটির ৩৪/৫এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩ প্রথম সংস্করণ ২০১০।
2. রহমান, এস. এম. লুফুর, বাংলাদেশী লোক চিকিসা, প্রকাশক, মহম্মদ সিরাজউদ্দীন, প্রথম প্রকাশ ১৪১০/ জুন ২০০৩, বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০।
3. সেনগুপ্ত, অধ্যাপক প্রদীপ কুমার, বিশ্লেষণের আলোকে গল্প-হেকিম সাহেব, প্রজ্ঞা বিকাশ ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩।
4. মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, কলাভৃ পাবলিশার্স, পরিবেশক নবগ্রন্থ কুটির ৫৪/৫ এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৫, প্রথম কলাভৃ সংস্করণ জুলাই ২০০৭, দ্বিতীয় কলাভৃ সংস্করণ মার্চ ২০১১।
5. সাক্সেনা, বিজয় বাহাদুর, জৈন, শশী প্রভা, গ্রামীণ সমাজে লোক চিকিসা, রাধা পাবলিকেশন, জানুয়ারী - ১, ২০০৮।
6. গুপ্ত, শ্রীবীরজাচরণ, বনৌষধিদর্পণ, প্রকাশক, শ্রীপার্বতীশঙ্কর গুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪, কলকাতা ১৬১।